মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

একলা বৈশাখ

তারাপদ রায়

‘ড্যাং ড্যাং ড্যাং লা
কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা
একবার আসে মায়ের সাথে,
একবার আসে একলা।’

এই ছড়াটির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। দুর্গাপুজোর ঠিক পরেই কার্তিক পুজো হয়। দুর্গাপুজোর সময়েও দুর্গাঠাকুরের সঙ্গে কার্তিক ঠাকুর থাকেনই। সুতরাং শিশুমনে ছড়ার এই প্রশ্নটি জাগতেই পারে।

কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ তাঁর এক রচনায় অন্য এক শিশুর কথা বলেছেন যে জানতে চেয়েছিল বৈশাখ মাস একলা কেন ?

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

যেমন ২রা, ৭ই তেমনই অনেকে পহেলা বা পয়লা বৈশাখকে ১লা বৈশাখ লেখে। এরপর শিশুর মনে প্রশ্নটি জাগা অস্বাভাবিক নয়।

সে যা হোক, পয়লা বৈশাখ মানে বাংলা নতুন বছর। যখন জমিদারি ব্যবস্থা ছিল, যখন বাংলা সন অনুযায়ী খাজনা আদায় হত, এবং সে খাজনা এখনকার মতো দিলেও হয়, না দিলেও -- এমন নয়। সে যুগে বাংলা পঞ্জিকার গুরুতর ভূমিকা ছিল। পরে পঞ্জিকা সংস্কার হয়েছে। ভারতীয় নতুন বছর বৈশাখ থেকে চৈত্রে চলে গেছে তারও দিন তারিখের মিল নেই। কিন্তু আজও পুরোনো বাংলা পঞ্জিকা রয়ে গেছে। এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলাতেই তার সমান কদর, সমান প্রয়োজন।

আসলে এই যে বাংলা নতুন বছর, এ শুধু গঙ্গা-হৃদি বঙ্গদেশের ব্যাপার নয়। যেখানেই ধান ও রবিশস্য চাষ হয় ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণ সীমানা থেকে তামিলনাড়ু, ওড়িশা, বাংলা, পূর্ব বাংলা, অসম হয়ে এই নতুন বছর ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামেও পালিত হয়। সোজা কথা, সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন বছরের এটাই সময়। হয়তো দিন-তারিখ একটু এদিক-ওদিক হয়। কিন্তু আমাদের যখন নববর্ষ তখনই দাক্ষিণাত্যে পোঙ্গল, অসমে বিহু।

এশিয়াতেই কেন, ইউরোপেও একসময় বছরের এই সময়ে নতুন বছর আরম্ভ হত। পরে গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে জানুয়ারির প্রথমে নববর্ষ এগিয়ে যায়। তবে তখনও বেশ কিছু লোক পুরোনো রীতি অনুসারে পয়লা এপ্রিল নতুন বছর করত এবং এখান থেকেই 'এপ্রিল ফুল' প্রবচনের উৎপত্তি।

এসব পান্ডিত্যপূর্ণ বিষয় থাক। এর মধ্যেই সম্ভবত বেশ কয়েকটি ভুল কথা বলে ফেলেছি। আমি বরং আমার বাল্যস্মৃতির পয়লা বৈশাখকে একবার স্মরণ করি। ধূপ-চন্দন, নতুন কাপড়, খইয়ের মোয়া, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের পুতুল -- পয়লা বৈশাখ ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উৎসব। এখন বাঙালি মুসলমানের ডিরেক্টরি পঞ্জিকাই অনুসরণ করে থাকেন।

পয়লা বৈশাখ ছিল আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রণ, মিষ্টি চালাচালি, অঢেল অপচয়ের উৎসব।

প্রতিমা ছিল না, কোনও নির্দিষ্ট পুজোও ছিল না, তবে অনেকেই নানারকম মন্ত্রপাঠ করতেন। খুব সকালে স্নান করে আমরা পরিষ্কার কিংবা নতুন জামাকাপড় পড়ে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতাম। বড়দের প্রণাম করতাম।

এগুলো চিরাচরিত মামুলি কথা। এখন একটা গল্প না হলে এই রচনা রম্যরচনা থাকছে না।

গল্পটা দুঃখজনকভাবে মজার।

নব জামাতা অফিসের কী কাজে বাইরে থাকেন। জামাইষষ্ঠীর সময় আসতে পারবেন না। জামাইষষ্ঠীর অল্প কয়েকদিন আগেই পয়লা বৈশাখ। শ্বশুরমশাই পয়লা বৈশাখে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

জামাতার খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলে জামাতার হাতে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি, নতুন জুতো তুলে দিয়েছেন। শ্বশুরমশাই লোকটি একটু বিলাসী। জামাতার জন্যে জুতো কিনতে গিয়ে নিজেও একজোড়া চপ্পল কিনেছেন। খুবই সুদৃশ্য সেটা।

জামাতা বাবাজীবন নিজের জুতো জোড়া ফেলে রেখে শ্বশুরমশায়ের জুতো দেখছিল। শ্বশুরমশায় জামাতার মনোভাব অনুধাবন করতে পেরে জামাতাকে বললেন, 'তুমি যদি নিতে চাও, এই জোড়াও নিতে পার।'

জামাতা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না। না।'

কিন্তু মনোভাব তো বদল হল না। কিছুক্ষণ পরে শ্বশুরমশাই দেখলেন তাঁর নতুন চটিজোড়া জামাতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। শ্বশুরমশাই চটিজোড়া তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'বাবা তুমি এ-জোড়া নাও।'

জামাতা মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলল, 'যারা আপনার চপ্পল জোড়া দেখেছে তারা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, চপ্পল জোড়া কী হল, কী বলবেন?'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কী আর বলব? বলব যে জুতো জোড়া কুকুরে নিয়ে গেছে।'

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com